জেফরীরহস্য

দিলরুবা শাহানা

অন্যের কথা কান পেতে শোনা শোভন নয় যদিও সত্যি। তবে কোন কথা শুনতে না চাইলেও যদি ছিট্‌কে এসে কানের পর্দায় আছড়ে পড়ে তাতে শ্রোতার কোন দোষ থাকেনা। তো তেমনি এক ছিট্‌কে আসা কথা দিরানকে হতভম্ব করে দিল। রাত প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। গভীর মনোযোগে সামনে ছড়ানো কাগজপত্রে গোয়েন্দার মত চোখ চালাচ্ছিল। কাজ কঠিন না তবে অসম্ভব মন দিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়শুদ্ধতা যাচাই করে দেখতে হয়। একটাই ভাললাগা এখানে খুঁজে পায় যা হল চোখছাড়া শরীরের অন্যকোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তেমন চাপ পড়েনা। তদুপরি নানা বিচিত্র বিষয় জানা হয়।

সপ্তাহে তিনদিন বিকাল পাঁচটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত এই কাজ দিরানকে অনেক কিছু দিয়েছে। প্রথমতঃ পরিবেশ, দ্বিতীয়তঃ রুচিবান ভদ্রসঙ্গ তার উপর কাজও পছন্দসই। পয়সাও খারাপ না।

এটা তৃতীয় সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন। আজই খট্‌কাটা লাগলো। ভদ্রলোক কমবয়সী প্রফেসর মানুষ। তবে কাজ পাগলা। না হলে রাত এগারোটা বারটা পর্যন্ত এখানে পড়ে থাকে।

দিনের বেলা সেক্রেটারীর রুম যেটি তাতে বিকেল থেকে দিরানের রাজত্ব চলে। পাশের রুমে প্রফেসর। কখনো কখনো দিরানকে কাজ বুঝিয়ে দেন। কখনো বা সামান্য গল্পও হয়েছে। তবে পরিচয় সামান্য দিনের বলে ব্যক্তিগত বিষয়ে তেমন কিছু জানা হয়নি। শুধু এরমাঝে একদিনই রাত দশটার পরও দিরান কিছু একটাতে চোখ ডুবিয়ে চুইংগামের মত চেয়ারে সেটে ছিল। দেখে তাড়া দিলেন।

‘যাও বাড়ী যাও, সব বউতো আমার বউয়ের মত এসব মানবেনা।’

আজও দিরান দেরী করছে। ভদ্রলোককে একটা বিষয় বলতে হবে। কিভাবে বলবে সেটাই ভেবে সে চিন্তিত। ফ্যাসাদ বাঁধিয়েছে সে নিজে। কেনইবা সে কুকুরের ছবিটা দেখে এতো আগ্রহ দেখালো। নিজের মনের কথাই বা কেন অকপটে বলতে গেল। আর ভদ্রলোকও পরম দাতা সেজে ওর বউকে কুকুর দিয়ে দেবেন বলেছেন।

ছবিটি সত্যিই চমৎকার। অন্ততঃ দিরানের তাই মনে হয়েছে। কুকুর কোলে মহিলা বসে। খুব সুন্দর কুকুরটি। সে যখন কুকুর দেখে আন্‌মনা। ভাবছিল কবে গুছিয়ে বসবে এদেশে আর নাহীনকে একটা কুকুর এনে দেবে। এনে ঠিক দেওয়া যাবেনা। কিনে দিতে হবে। উন্নত দেশে বেওয়ারিশ কুকুর মেলেনা। কিনতে হয় তাকে। ছবির দিকে একটু বেশী সময়ই বোধহয় তাকিয়েছিল দিরান।

‘কি দেখছো, ইনি আমার স্ত্রী’

ভদ্রলোককের কথায় বিপন্ন দিরান আচমকা বলে উঠলো

‘কুকুরটাকে দেখছি; আমার বউও কুকুর খুব পছন্দ করে ঢাকাতে ওর একটা কুকুর ছিল।’

তার স্ত্রীকে না দেখে কুকুর দেখছে বলাতে ভদ্রলোক যে অখুশী হবেননা তা দিরান নিশ্চিত জান্‌তো। পশুপাখীর জন্য এদের অসম্ভব ভালবাসা। অবাক হয়েছিল একবার। যখন টিভিতে দেখলো এ্যালেন বোর্ডার ক্রিকেট পুরষ্কার উৎসবে খেলোয়ার কলিন মিলার সবুজ-হলুদ রংয়ে রাঙানো চুল নিয়ে প্রাক্তন খেলোয়ার ও কিক্রেট ধারাবর্ণনাকারী রিচি বেনার হাত থেকে পুরষ্কার গ্রহণ করলো। পুরুষ্কার নিতে নিতে কলিন তার দুই কুকুর রিচি ও বেনাকেও ধন্যবাদও জানালো।
মুখ দেখে মনে হল রিচি বেনা যেন খুশীই হয়েছে তাতে। দিরানও কুকুর ভালবাসে। তবে তার কোন বন্ধু বা তার স্ত্রী নাহীনও যদি কুকুরের নাম দিরান রাখে তবে সে মোটেও সুখী বোধ করবে না।
যেই বললো কুকুর ওরা ভালবাসে শুনে পরদিনই ভদ্রলোক ওকে বললেন
'আমার স্ত্রী তোমাদের কুকুরটা দিয়ে দেবেন, ওকে তোমরা আদর করে রাখবেতো?'
'অনেক ধন্যবাদ আমরা অবশ্যই ওকে যত্ন করে রাখবো, তবে...'
ওকে বাক্য শেষ করতে না দিয়ে উনি বললেন
'আমাদের এখন কুকুর পোষার মতো অবস্থা নাই'।
কুকুর পোষার অবস্থা বলতে ভদ্রলোক কি বুঝালেন তা দিরান বুঝলোনা। তার নিজেরও কুকুর রাখার সামর্থ আছে কিনা তা তখনো সে জানতোনা। তার ধারনা ছিল ছোটমত কুকুর রাস্তায় পেলে আদর করে তুলে নিয়ে আসলেই হল। তাতেই হবে। এরবেশী আর কি চাই। ব্যাপার যে অতো সোজা নয় ধাক্কা খাওয়ার পর টের পেল।
আজ সে দেরী করে বসেছিল কুকুরের দায় থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য। তখনই কথাটা কানে এলো। যদিও ভদ্রলোক বলেছেন দু'সপ্তাহ পর ওরা কুকুরটা পেয়ে যাবে। সময় আছে। তবুও কথাটা আগেই বলে দেওয়া উচিত হয়তো। ঠিক তখনি টেলিফোনের আলাপচারিতার খানিকটা ওর কানে ঢুকলো।
'তুমি কি এখনো জেফরীকে নিয়েই আছ? সে খুব মজার তাইনা?'
দিরান অবাক হল। ক্ষোভ হল তার। যে মহিলার স্বামী রাত পর্যন্ত কাজে ব্যস্ত সে কিনা বাড়ীতে অন্য আরেকজনের সাথে আনন্দে সময় কাটাচ্ছে। মহিলার জায়গায় নাহীনকে কল্পনা করে কুপিত হল সে, বিবমিষা হল তার। দিরান ভাবলো ওদের বোধহয় ডিভোর্স হতে যাচ্ছে তাই এখন কুকুর বিদায়ে ব্যস্ত। এমন সম্পর্কের চেয়ে ডিভোর্স হওয়াই সুস্থতার লক্ষ্মন বলে মনে হলো দিরানের।
তারা কেন কুকুরটা নেবেনা তার এক বানোয়াট কাহিনী সে ফাঁদবে। সত্যি কারনটা বলবেনা। বললে তার রাগ চলে আসবে। বলতে চায়না। ঢাকাতে নাহীনদের মধ্যবিত্ত আবাস ভেঙ্গে এ্যাপার্টমেন্ট তোলার পরও কুকুর ছিল। বিল্ডিংয়ের চারপাশে দেয়াল ঘেরা ছোট্ট আঙ্গিনাতে কুকুর রবো থাকতো। ওকে নিয়ম করে বেড়ানো খেলানোর দরকার হতোনা কখনো। রবো নিজেই যেতো বেড়াতে গেটের বাইরে। আবার সুযোগ পেলে কখনো রাস্তার কুকুরও দু'একজন ওর কাছে বেড়াতে চলে আসতো। তবে তাদের বেশীক্ষণ রবোর আতিথ্য গ্রহণ সম্ভব

হতোনা এ্যাপার্টমেন্টের দারোয়ানের যন্ত্রণায়। রবো নাহীনের কুকুর হলেও ঐ বিল্ডিংয়ের অন্যান্য বাসিন্দারাও ওকে পছন্দ করতো। কারণ রবো ছিল শান্ত ও বন্ধুভাবাপন্ন।

সেই রবোর জন্য নাহীনের মায়া দেখে দিরানের মনে হয়েছিল কোন একদিন সে নাহীনকে কুকুর কিনে দেবে। আর এখন ভাল সুন্দর কুকুর পেয়েও ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে। ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে বলেই রাগ হচ্ছে।

এই সময়ে প্রফেসর ভদ্রলোক নিজের কামরা থেকে বেড়িয়ে এলেন। অবাক হয়ে বললেন

'কি ব্যাপার এখনও আছ যে?'

দিরান একটু ইতস্তত করে বললো

'একটা কথা বলতে চাইছি জানিনা কিভাবে নেবে তুমি'

একটু থামলো সে। ভদ্রলোক শংকিত গলায় বলে উঠলেন

'কি তুমি আর আসবেনা কাজ করতে?'

দিরানকে উনি পেয়েছেন ষ্টুডেন্ট ইউনিয়নের সামনে ক্যান্টিন থেকে। পর পর দু'তিনদিন দুপুরের খাবার সময়ে যখন দিরানকে দেখলেন ল্যাপটপ সামনে খুলে গভীর মনোযোগে এক বন্ধুকে তার থিসিসের সংশোধনীতে সাহায্য করছে তখনি ভাবলেন এই ছেলেকে পেলে তার নতুন রিসার্চ ষ্টাডীতে কাজে লাগানো যাবে। এই মূহূর্তে যখন স্ত্রীও তার আরেক দুঃশ্চিন্তা হয়ে উঠেছে তখন দিরানকে হারানো সহ্য হবেনা। নাহলেতো স্ত্রীই তার বড় শক্তি ছিল। দিরান তাকে আশ্বস্থ করে বললো

'না না যাচ্ছিনা, তবে সমস্যা হল আমরা কুকুরটা নিতে পারছিনা এখন'

'তুমি বলেছিলে তোমার স্ত্রী কুকুর খুব পছন্দ করে তাহলে...'

ভদ্রলোককে কথা শেষ করার সুযোগ না দিয়ে দিরান বলে উঠলো

'আমার বউ নতুন একটা কাজ পেয়েছেতো তাই কুকুরের জন্য এখন সময় বের করা মুশকিল হয়ে গেছে, সত্যিই দুঃখীত।'

কথাটা বলে হাফ ছাড়লো দিরান। এরা খুটিয়ে জানতে চাইবেনা কোথায় চাকরী পেয়েছে, কত টাকা বেতন, রাতের শিফট্ নাকি, ওভারটাইম(দেশে হলে উপড়ি) আছে কিনা ইত্যাদি সাতকাহন। একবার এক বাংলাদেশী ভদ্রলোক রস করে নিজের জাতের লোকের সীমাহীন কৌতুহল নিয়ে বলতে বলতে মজার এক ঘটনা বর্ননা করে বললেন

'... দেশীভাইয়ের শুধু বাকী ছিল আমাকে জিজ্ঞেস করার ভাই আপনি কোন ব্রান্ডের আন্ডারওয়েয়ার পরেছেন আর আপনার স্ত্রীর আন্ডারগার্মেন্টস কোন কোম্পানীর হাহ্ হাঃ হাঃ।'

এদিক দিয়ে এরা ভাল যে ব্যক্তিগত কোন বিষয়ে প্রশ্ন করেনা। তাতেই সত্যভাষী দিরান রেহাই পেল যেন। আসলে ওরা যে কুকুরটা নিতে পারছেনা বাড়ীর মালিকের যন্ত্রণায় তা ভদ্রলোককে না বলাই দিরানের মনে হল ভাল।

দিরানের ধারনা ছিল সাদা চামড়ার সবাই বোধহয় কুকুর ভালবাসে। একদম ভুল ধারনা। তাদের বাড়ীওয়ালী ধবধবে চামড়ার ঝকঝকে এক বুড়ি কিন্তু কুকুর দেখতে পারেনা একেবারে। একই ছাদের নীচে তিনটি স্বয়ংসম্পূর্ন আবাসন। তিন পরিবার ব্যক্তিগত নিজস্বতা নিয়ে থাকছে। প্রত্যেকের নিজ নিজ পেছনের উঠোন বা আঙ্গিনা আছে। তবে সামনের আঙ্গিনা সার্বজনীন। এধরনের বাসস্থানকে এরা বলে ইউনিট। হাসিখুশী ছিপছিপে বুড়িদাদী বাড়ীওয়ালী জানিয়েছেন এখানে কুকুর পোষা যাবেনা। সে নাকি হল্যান্ড বা নেদারল্যান্ড নামের কোন এক দেশ চল্লিশ বা পঁয়তাল্লিশ বছর আগে ছেড়ে আসে থাকার জায়গার অভাবে। বাড়ীঘরে কুকুর রাখতে ওরা অভ্যস্থ নয়। এখানে এসেও সে কুকুরের সাথে ঘেষাঘেষি বা মাতামাতি পছন্দ করেনি।

'তোমাদের দেশেওতো মানুষের প্রচন্ড ভীড় শুনি তাইলে কুকুর থাকে কই?'

বিস্মিত প্রশ্ন ছিল তার। দিরান বা নাহীন এই কথার উত্তর দেয়নি। মানুষের ভীড়ে কুকুরও আছে। মনে মনে ভাবলো তাকেতো মেরে ফেলা যাবেনা। প্রাণীবৈচিত্র্য নষ্ঠ করা উচিত কি? কুকুরগুলো চুরিছ্যাচড়ামী করে লাথিঝাঠা খেয়ে বেঁচেতো আছে। হয়তো সব কুকুর যত্নআত্মি পায়না তবে প্রকৃতি আর পরিবেশের সাথে লড়াই করে টিকে আছেতো।

কুকুরচিন্তা বাদ দিয়ে জেফরী চিন্তায় আচ্ছন্ন হলো দিরান। ঘরে ফিরে খেতে খেতে নাহীনকে কাহিনীটা শুনালো।

'আশ্চর্যতো! ভদ্রলোক অতো রাতে কাজে আর মহিলা ঐ দিকে...!'

নাহীনও বিরক্তি নিয়ে কথাটা বললো। দিরান তার ধারনার কথা বললো

'বোধহয় ওদের সম্পর্কের সমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে, দেখনা আদরের কুকুর বিদায় করছে, ভদ্রলোককেও চিন্তিত মনে হল, তবে ওদের ব্যাপার স্যাপার অন্যরকম,'

'ঠিকই বলেছ আমরা সম্পর্ককে চিরকালীন ভাবি তাই ভেঙ্গে গেলে কষ্টটা বড় বেশী পাই'

'কিন্তু শেষ হওয়ার আগেই জেফরীর সাথে মাখামাখি এটা অসহ্য'

'এমনোতো হতে পারে যে জেফরী ওদের কুকুরের নাম'

'না না কুকুরের নামতো রেক্স'

'আরে আমাদের পাশের ঘরের ভদ্রলোকের নামও রেক্স, কি অদ্ভুত কথা, মানুষ আর কুকুরের একই নাম'

'তাতে কি আসে যায়, আমরাওতো বলি মিনি বিড়াল, বলিনা বল?'

'বিড়ালের নাম মানা যায় তাও; কিন্তু তাই বলে কুকুর'

'ভাবছি কুকুরের নাম কি রকম হলে শ্রুতিমধুর হয় তার তালিকা তৈরী করে বই প্রকাশ করবো'

এই বিষয় নিয়ে হাসাহাসি করলো ওরা। কুকুর না আনতে পারাতে নাহীনেরই বেশী মন খারাপ হওয়ার কথা যদিও। দেখা গেল সে বেশ সামলে নিয়েছে দুঃখটা। নাহীন মজার কথা শুনালো

‘জান রিডার্স ডাইজেষ্টে পড়লাম নিউইয়র্কে নাকি ঘর ভাড়া নিতে চাইলে পোষা কুকুরকে ইন্টারভিউ পাশ করতে হয় তবেই ভাড়াটিয়া যোগ্য বলে বিবেচিত হয়।’
‘শুন নাহীন রবোর একটা বাচ্চা টাচ্চা হলে আমরা ওটাকেই বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসবো, কি বল?’
‘আরে ও কুকুর; কুকুরী নয়’
‘আচ্ছা ওর কাছে যারা আসতো তারা কেউ জেফরী নয় সবাই জেনী ছিল তবে’
‘তাই হবে হয়তো, চুম্বকের ধর্ম যেমন বিপরীত মেরুতে আকর্ষণ প্রাণী জগতেও তেমনটিই দেখা যায়।’
সবকথা ও হাসির পর ওরা দু’জনে ঘুমাতে গেল। ঘুম সহজে আসছিলনা। স্বামী-স্ত্রীর একান্ত জগত বড় অদ্ভুত। খুব কাছাকাছি তবুও দু’জনের মন দুই দোলায় দুলছিলো । নাহীন ভেবে আপ্লুত হচ্ছিল দিরানের আন্তরিকভাবে কুকুর আনার চেষ্টা দেখে। দিরান কুকুরপ্রেমিক নয় তবুও নাহীনের ইচ্ছা পূরণের জন্য তার এই উদ্যোগ।
দিরান ভাবছিল কুকুর না পেয়েও নাহীন কেন মন খারাপ করলোনা? উল্টো দিরানকে হাসিখুশী রাখতেই সময়টা ভরিয়ে তুললো। আর ঐ ভাগ্যহত প্রফেসরের স্ত্রী কি তেমনি আনন্দে সময় পূর্ণ করে তোলে কখনো। মনে হয়না।
আসলে নাহীন তার প্রিয় কুকুরের স্মৃতির মাঝে তার ফেলে আসা দেশ, প্রিয় পরিবেশ, আপনজনকে লালন করে চলেছে নীরবে, নিভৃতে। দীর্ঘদিনের সঙ্গী রবোর বদলে অন্য কেউ সে হাহাকার ভুলিয়ে দিতে পারবেনা সে নাহীন বোঝে।
পরদিন বিকালে দিরান কাজে পৌঁছে দেখলো ওর টেবিলে কতগুলো প্যাকেট রাখা। মনে হল বইয়ের প্যাকেট। ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে প্যাকেটগুলো নীচে মেঝেতে রাখতে রাখতে বললেন
‘আজ আটটার মাঝেই চলে যাব বুঝেছ, কাল ভোরে আমার স্ত্রী চলে যাচ্ছেন। চিরকালের জন্য নয় অবশ্যই; মাত্র তিনমাসের জন্য দার্জিলিংয়ে নিজের কাজ করতে, সঙ্গে যাচ্ছে কে জান?’
বলে প্যাকেট ছিঁড়ে একটা বই বের করে ওকে দিয়ে বললো
‘জেফরী আর্চার যাচ্ছে তার সাথে, তবে সশরীরে নয় যাচ্ছে দু’মলাটের মাঝে বন্দী হয়ে, সমালোচনায় বলা হয়েছে সে নাকি এই সময়ের সেরা গল্পবলিয়ে; আমি নিজে অবশ্য তার কোন গল্পই পড়িনি।’